ছবিতে এইচডিআর

আহমেদ ওয়াহিদ মাসুদ

গত সংখ্যায় আমরা জেনেছি ছবি বে-ভিং ও এইচডিআর কী। তার মধ্যে দেখানো হয়েছে কীভাবে ছবিকে বে-ভিং করা যায়। তবে ওটা ছিল শুধুই বে-ভিংয়ের একটি ধারণা মাত্র। বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য এ ধরনের বে-ভিং নিয়ে অনেক গবেষণা করা হচ্ছে থাকে। এই সংখ্যায় দেখানো হয়েছে কীভাবে এইচডিআর করা যায়।

ফটোশপের ক্রিয়েটিভ স্যুট ৫ ভার্সনে এই এইচডিআর করা যায় বিল্ট ইন অবস্থায়। এইচডিআর হচ্ছে একাধিক ছবিকে এডিট করে একটি ছবিতে পরিণত করা। এইচডিআরে একটি ছবিতে একই সিকোয়েন্স বা ফ্রেমের ছবি থাকবে। এইচডিআরের পুরো অর্থ হচ্ছে হাই ডাইনামিক রেঞ্জ ইমেজিং। এইচডিআর করা হয় একই ছবিকে কয়েকটি আলাদা আলাদা এক্সপোজারে তুলে বে-ন্ড করা। এটি করা হয় একই ছবির অন্ধকার অংশ ও উজ্জ্বল অংশের সমন্বয় করার জন্য। যেমন– কোনো মেঘলা আকাশের ছবি তুললে তাতে আকাশের অংশ বা সূর্যের অংশ অনেক বেশি উজ্জ্বল থাকে। সেই তুলনায় দিগন্ত বা ভূমি বেশ অনুজ্জ্বল বা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে। এখন এই মেঘের অংশ একটু অনুজ্জ্বল এবং ভূমির অংশ একটু উজ্জ্বল করলে ছবিকে লাইট ব্যালেন্স করা সম্ভব। উদাহরণ দিয়ে দিগন্তরেখার এই ছবি ব্যাখ্যা করার মানে এই নয় এইচডিআর মানেই এরকম প্রাকৃতিক দৃশ্য বা এই প্রক্রিয়াকেই এইচডিআর বলে।

চিত্র-১ : সাধারণ একটি ছবি ও একই ছবি এইচডিআর করার আগে ও পরে

চিত্র-২ : ব্র্যাকেটিং করার পর এইচডিআর

চিত্র-৩ : ক্যামেরায় ব্র্যাকেটিং ও এইচডিআর

চিত্র-৪ : ফটোম্যাট্রিক্সের ওভারভিউ

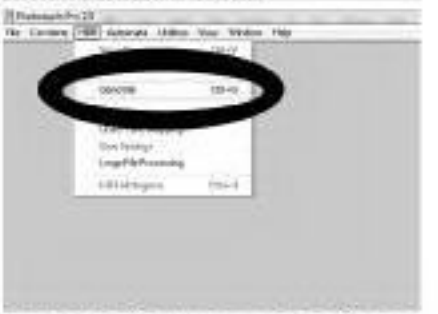

চিত্র-৫ : ফটোম্যাট্রিক্সেতে জেনারেট বাটনে ক্লিক করে এইচডিআর করতে হবে

চিত্র-৬ : শ্যাডো কন্ট্রোল

এইচডিআর সফটওয়্যার : অনেক সফটওয়্যারের সাহায্যেই এইচডিআর করা যায়। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সফটওয়্যার হচ্ছে ফটোম্যাট্রিক্স। এখন অবশ্য ফটোশপেও সরাসরি এই কাজ করা যায়। তবে তার মানে এই নয় আগে এই কাজ ফটোশপে করা যেত না। ফটোশপের আগের ভার্সনগুলোতে এইচডিআর ম্যানুয়ালি করা যেত।

এইচডিআর করার জন্য যা জানতে হবে : আগেই বলা হয়েছে এইচডিআর করার জন্য একই ছবি আলাদা আলাদা এক্সপোজারের হতে হবে। এখন একই ছবি আলাদা আলাদা এক্সপোজারের হতে পারে যদি ম্যানুয়ালি তিনটি আলাদা এক্সপোজারের ছবি তোলা হয় ক্যামেরা দিয়ে। অথবা ক্যামেরাতে যদি ব্র্যাকেটিং অপশন থাকে তাহলে সেটি ব্যবহার করে তিনটি বা পাচটি ছবি তুলে নিতে হবে। তাহলে একই ছবি আলাদা আলাদা এক্সপোজারে পাওয়া যাবে। ব্র্যাকেটিং নিয়ে পরবর্তী কোনো সংখ্যায় আরো আলোচনা করা

চিত্র-৭ : অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করা

চিত্র-৮ : অনলোড করা

চিত্র-৯ : ফটোশপে এইচডিআর মেনু

চিত্র-১০ : টোনিংয়ের পরিমাণ যা হবে তা ছবি দেখে নির্ধারণ করে দিতে হবে

হবে। তবে শুধু এটুকু জানলেই চলবে, ব্র্যাকেটিং এমন একটি সিস্টেম যার সাহায্যে একই ছবি

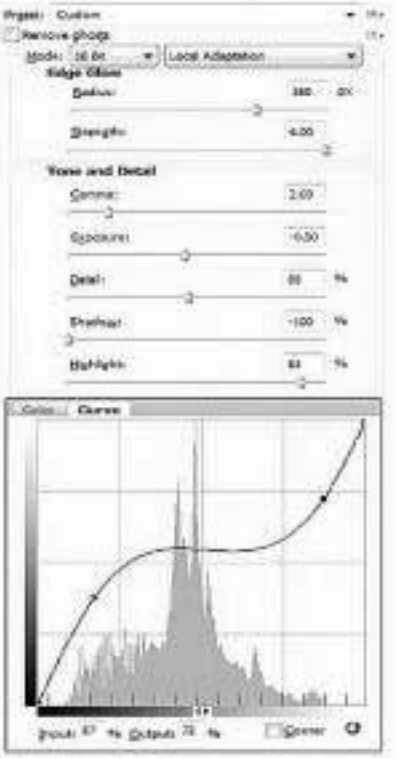

চিত্র-১১ : যে পরিমাণে টোনিং করতে হবে

চিত্র-১২ : এইচডিআর করার পরের ছবি

আলাদা আলাদা এক্সপোজারে তোলা সম্ভব।

ছবি সংগ্রহ : এবার ছবি সংগ্রহের পালা। যেহেতু ডিজিটালি এইচডিআর করা হচ্ছে, তাই ফিল্ম ক্যামেরায় তোলা ছবি বা ফিল্ম ক্যামেরায় ব্র্যাকেটিং করা ছবিগুলো বেশ ভালো রেজ্যুলেশনে স্ক্যান করে নিতে হবে। আর ডিজিটাল ক্যামেরা হলে এ ধরনের কোনো ঝামেলা নেই।

ছবি সংগ্রহ করার সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ছবি একই হতে হবে। আলাদা আলাদা এক্সপোজারে ছবি পাওয়া গেলে অবশ্যই তাতে একটি ছবি হতে হবে সাধারণ, একটি হবে কম এক্সপোজারের বা অন্ধকারাচ্ছন্ন আর আরেকটি হবে বেশি এক্সপোজারের বা অধিক উজ্জ্বল। এমন কোনো কথা নেই যে তিনটি ছবিই হতে হবে। ভালো ছবির আউটপুটের জন্য পাঁচটি বা সাতটিও এক্সপোজার নেয়া যেতে পারে। তবে নিদেনপক্ষে তিনটি ছবি হতে হবে।

অবশ্যই তিনটি ছবির রেজ্যুলেশন একই হতে হবে। আর ভালো আউটপুটের জন্য ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার স্ট্যান্ড বা ট্রাইপড ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। তাহলে ভালো এইচডিআর আউটপুট পাওয়া যাবে।

ফটোম্যাট্রিক্স : ফটোম্যাট্রিক্স একটি ইমেজ এডিটিং সফটওয়্যার। এর সাহায্যে খুব সহজেই এইচডিআর করা যায়। ছবি সংগ্রহ করার পর এর সাহায্যে এইচডিআর করার কৌশল দেখানো হয়েছে।

ফটোম্যাট্রিক্সে ফাইল মেনু থেকে প্রথমেই ছবিগুলো ওপেন করতে হবে। তারপর এইচডিআর মেনু থেকে জেনারেট ক্লিক করে অথবা কন্ট্রোল এবং জি একসাথে চাপলে ফটোম্যাট্রিক্স নিজে থেকেই এইচডিআর ছবি তৈরি করে দেবে। এবারে ছবিটি সেভ করে নিলেই হয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত এইচডিআর।

ফটোশপ সিএস ৫ : এখন ফটোশপেও এইচডিআর তৈরি করা যায়। এজন্য প্রথমেই ফটোশপ ওপেন করতে হবে। তারপর ফাইল মেনু থেকে অটোমেট এবং মার্জ টু এইচডিআর প্রো সিলেক্ট করতে হবে। এখান থেকে একটি মেনু আসবে। এই মেনু থেকে ছবিগুলোকে সিলেক্ট করে দিতে হবে। এবারে ছবিগুলোকে সিলেক্ট করে Ok করলে এইচডিআরের মূল মেনু আসবে। এখান থেকে বিভিন্ন প্রিসেট থেকে ইচ্ছেমতো কাস্টোমাইজ করে Ok করলেই পাওয়া যাবে কাঙ্ক্ষিত এইচডিআর।

ফিডব্যাক : *wahidmasudcse@gmail.com*